দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

প্রশ্ন ব্যাংক সমস্যা

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বিবিধ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সন্দেহ নেই। কারণ, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিকভাবে সাজানো হয়। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশ্নপত্র পাঠ্যসূচীর সমগ্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় অপরদিকে শিক্ষার্থীর উদ্দীপন এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগতার শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে সহায়তর হয়। বিভিন্ন দেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ ও উচ্চতর গণিত ব্যতীত বাকী বিষয়গুলোর জন্য ৫০০টি প্রশ্ন সম্বলিত তথাকথিত প্রশ্ন ব্যাংক নৈর্ব্যক্তিকে নামের সার্থকতাকে কতটুকু বিনষ্ট করছে, তার ইয়ত্তা নেই। এতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে ৫০০টি প্রশ্নের সাথে তাদের জ্ঞানের সীমাকে বেঁধে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের ফলশ্রুতিস্বরূপ শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ধারণা লাভই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাংক মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম যা পরিপূরক হিসেবে শিক্ষার্থীর পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া কি সমীচীন বা যুক্তিযুক্ত হলো? বলাবাহুল্য, উক্ত প্রশ্ন ব্যাংক প্রণয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রশ্নাবলী প্রণয়নে যথাযথ সত্ত্বেও অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

তাই প্রশ্নাবলী প্রণয়নের কলাকৌশল, এর কাঠিন্য মূল্য নিরূপণ (difficulty value) এবং এগুলোকে প্রয়োগসিদ্ধ ইত্যাদির অভাব লক্ষ্যগোচর হয়। এ ব্যবস্থায় দেশের জ্ঞানী-গুণীজনের আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে। দেশের গোটা এসএসসি শিক্ষার্থীরা আজ এ ব্যবস্থাতেই পরীক্ষা পাসের লক্ষ্যে একমাত্র নিবেদিত। শিক্ষার্থীরা আজ মূল পাঠ্যপুস্তক পড়ে না, অধিকন্তু তাদের পাঠ্য বই এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

না বুঝে তুতা পাখির মত question on grammar ইত্যাদি মুখস্ত করা যেমন কঠিন কাজ, তেমনি মুখস্ত ধরে রাখাও কঠিন কাজ। আর এর কোন উপযোগিতা নেই। স্মৃতিশক্তির বিচারে এতে শিক্ষার্থীর স্মৃতি রোমন্থন হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা শারীরিক মৃত্যু না হলেও তাদের মনন শক্তির অত্যন্ত অবনতি ঘটছে। এ কথা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ব্যাংক প্রণয়ন করা হয়েছিল সীমিত সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষামূলক কর্মসূচীতে নমুনা হিসেবে একটি খসড়া। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল এ প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের যথার্থ পরিমাপ সম্ভব হচ্ছে না। এ সময় পত্র-পত্রিকায় অনেক গঠনমূলক সমালোচনাও হয়েছে। যে পদ্ধতিতে কোন ফলপ্রসূ হচ্ছে না বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে পদ্ধতিতে কেন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বহাল রেখে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরকে এক লক্ষ্যহীন কর্মকাণ্ডের শিকারে পরিণত করা হচ্ছে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক নির্ভরতা বাতিল করা সম্ভব না হলে কোন অবস্থাতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। অতএব অনতিবিলম্বে প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের আকর্ষণ ও তাদের যথাযোগ্য মর্যাদাদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি রেখে মূল বইটি সমস্ত পড়িয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করলে দেশের বাঞ্ছিত কল্যাণ সাধিত হবে।

মুহাম্মদ মোস্তফা উদ্দিন,
সিনিয়র শিক্ষক,
শাহ জালাল জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।